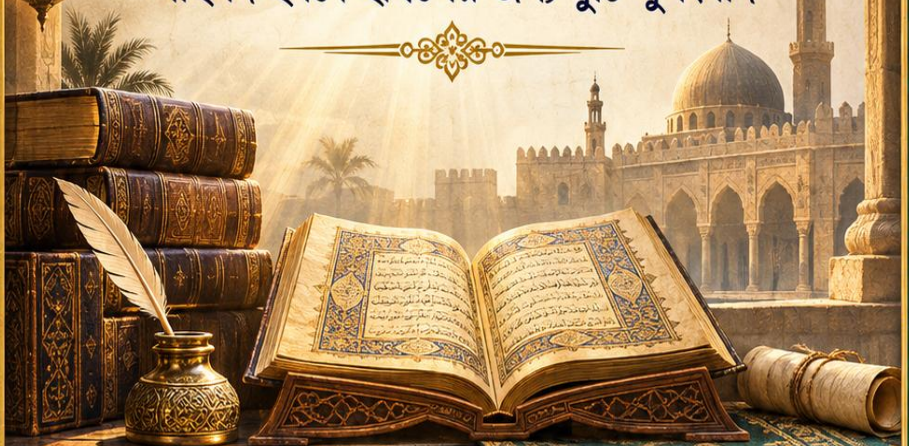
اَلْمُبَشِّرَتَانِ
فِي فِتْنَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ
لِأَحْمَدَ إِمَامِ الزَّمَانِ

কুরআন সৃষ্টি হওয়ার মতবাদসংক্রান্ত পরীক্ষায়

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম

আহমদ ইবনে হাম্বলের জন্য দুটি সুসংবাদ



আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

সূচীপত্র

- ভূমিকা / ৫
- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর নির্যাতনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট / ৯
- প্রথম সুসংবাদ: মদীনা থেকে আগত বেদুঈনের মাধ্যমে ইমাম আহমদকে সুসংবাদ প্রদান / ৯
- ইমাম আহমদের প্রতিক্রিয়া /১১
- লেখকের মন্তব্য / ১১
- দ্বিতীয় সুসংবাদ: ইমাম শাফিঈর স্বপ্নে মহানবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে ইমাম আহমদকে সালাম / ১৩
- ইমাম আহমদের পক্ষ থেকে উপহার / ১৪
- ইমাম শাফিঈর বরকত লাভের আকাঙ্ক্ষা / ১৪
- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জামা দ্বারা ইমাম শাফিঈর বরকত লাভের বিবরণ / ১৫
- ইমাম ইবনুল জাওযীর বর্ণনায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ / ১৬
- ইমাম ইবনে আসাকিরের বর্ণনা / ১৭
- ইমাম যাহাবীর আপত্তি এবং নেককার ব্যক্তিদের নিদর্শন দ্বারা বরকত লাভের আলোচনা / ১৮
- হাফিয ইবনে তাইমিয়্যার মৃত্যুর পর তাঁর নিদর্শন দ্বারা বরকত লাভের বিস্ময়কর ঘটনা / ১৮

ভূমিকা

الْمُبَشِّرَتَانِ فِي فِتْنَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ لِأَحْمَدَ إِمَامِ الزَّمَانِ

কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদসংক্রান্ত পরীক্ষায় যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জন্য দুটি সুসংবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَيَّدَ أَوْلِيَاءَهُ بِالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ عِنْدَ الْبَلَاءِ،

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،

وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

ইসলামের ইতিহাস কেবল রাজা-বাদশাহদের উত্থান-পতন কিংবা বিজয় ও পরাজয়ের ধারাবিবরণী নয়; বরং এ ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়সমূহ রচিত হয়েছে সেই মহান মনীষীদের আত্মত্যাগ, ধৈর্য, অবিচলতা ও ঈমানি দৃঢ়তার মাধ্যমে, যাঁরা যুগের প্রতিকূলতা, ক্ষমতাসীনদের রোষানল এবং কঠিনতম নির্যাতনের মুখেও নিজেদের বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁদের জীবন ছিল সত্যের প্রতি অবিচল আনুগত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

ইসলামের ইতিহাসে এমনই এক মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৬৪–২৪১ হিজরী)। তিনি ছিলেন হাদীসশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম, ফিকহশাস্ত্রের মুজতাহিদ, সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী এবং মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে ধৈর্য ও আত্মত্যাগের এক অবিস্মরণীয় প্রতীক।

তাঁর জীবনের সর্বাধিক আলোচিত ও বেদনাবিধুর অধ্যায় হলো মিহনাতু খালকিল কুরআন (مِحْنَةُ خَلْقِ الْقُرْآنِ)—অর্থাৎ কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদকে কেন্দ্র করে সংঘটিত রাষ্ট্রীয় ধর্মতাত্ত্বিক পরীক্ষা ও নির্যাতন। আব্বাসীয় খলীফা মামূনের শাসনামলে ২১৮ হিজরীতে এ পরীক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে আলিম ও বিচারকদের ওপর কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদ স্বীকার করার চাপ প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তী খলীফা মু'তাসিম ও ওয়াসিকের শাসনামলেও এ নীতি অব্যাহত থাকে।

এ সংকটকালে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় দেন। তাঁকে বন্দি করা হয়, শৃঙ্খলিত অবস্থায় হাজির করা হয়, কঠোর প্রহার করা হয় এবং ভয়াবহ নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি তাঁর ধর্মীয় অবস্থান পরিবর্তন করেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কালামকে সৃষ্ট বলে স্বীকার করা যাবে না।

তাঁর এ অবিচল অবস্থান কেবল একজন আলিমের ব্যক্তিগত দৃঢ়তার ঘটনা ছিল না; বরং তা পরিণত হয় মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মুফাসসির ইমাম ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ৭৭৪ হি.) তাঁর আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ গ্রন্থে ইমাম আহমদের মিহনার বিবরণ দিতে গিয়ে দীর্ঘ কারাবাস, কঠোর প্রহার, হত্যার হুমকি এবং এসবের মুখে তাঁর অসাধারণ ধৈর্য ও সত্য দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

তবে এ কঠিন পরীক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও একটি হৃদয়স্পর্শী অধ্যায়। তা হলো, ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর নির্যাতন নেমে আসার পূর্বে তাঁর কাছে পৌঁছানো দুটি সুসংবাদের কাহিনি। উভয় বর্ণনাতেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সালাম, আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্কবার্তা এবং বিপদের মুখে ধৈর্য ও অবিচল থাকার নির্দেশের কথা এসেছে।

প্রথম সুসংবাদটি ছিল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আগত এক বেদুঈনের মাধ্যমে। বর্ণনানুসারে, তিনি মসজিদে নববীতে অবস্থানকালে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। অতঃপর বাগদাদে এসে ইমাম আহমদকে মহানবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে সালাম এবং আসন্ন পরীক্ষায় ধৈর্যধারণের বার্তা পৌঁছে দেন।

বর্ণনাটিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্নোক্ত বাক্যটি:

إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكَ بِبَلِيَّةٍ، وَمُمْتَحِنُكَ بِمِحْنَةٍ، وَقَدْ سَأَلْتُهُ لَكَ الصَّبْرَ عَلَيْهَا، فَلَا تَجْزَعْ.

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আপনাকে একটি বিপদে নিপতিত করবেন এবং কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সেই পরীক্ষায় ধৈর্যধারণের দুআ করেছি। সুতরাং আপনি বিচলিত হবেন না।"

বর্ণিত হয়েছে, ওই বেদুঈনের প্রত্যাবর্তন এবং ইমাম আহমদের মিহনা শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময় ছিল মাত্র পঁচিশ দিন।

দ্বিতীয় সুসংবাদটি ছিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহির (মৃ. ২০৪ হি.) একটি স্বপ্নকে কেন্দ্র করে। বর্ণনানুসারে, তিনি স্বপ্নে মহানবী ﷺ-কে দেখেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে ইমাম আহমদকে সালাম ও আসন্ন পরীক্ষার সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ পান। এ সংবাদে আরও উল্লেখ ছিল যে, তাঁকে কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হবে; কিন্তু তিনি যেন তা গ্রহণ না করেন।
সেই বর্ণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য হলো:

يَرْفَعِ اللَّهُ لَكَ عَلَمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, "মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আপনার জন্য মর্যাদার এক পতাকা সমুন্নত রাখবেন।"

এই দ্বিতীয় কাহিনির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ইমাম আহমদের প্রতি ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহির গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ। বর্ণিত হয়েছে, সুসংবাদবাহী ইমাম রবী'কে ইমাম আহমদ নিজের পরিধেয় একটি জামা উপহার দেন। পরবর্তীকালে ইমাম শাফিঈ সেই জামা ধোয়া পানির মাধ্যমে বরকত লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

এখানে আমরা দুই মহান ইমামের পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, আন্তরিক ভালোবাসা এবং নেককার ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তু দ্বারা তাবাররুকের একটি ঐতিহাসিক বর্ণনার সন্ধান পাই। তবে বর্ণনাটির ধর্মীয় তাৎপর্য আলোচনা করার পাশাপাশি এর সনদ ও ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করাও প্রয়োজন।

এই দুটি কাহিনি বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ, ইতিহাসগ্রন্থ ও মানাকিববিষয়ক রচনায় স্থান পেয়েছে। ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম ইবনে আসাকির, হাফিয আবদুল গণী আল-মাকদিসী এবং অন্যান্য মনীষীর রচনায় সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, মহানবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখার বিষয়টি ইসলামী ঐতিহ্যে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হলেও স্বপ্নের বিবরণ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার সনদ যাচাই দুটি পৃথক বিষয়। স্বপ্ন শরীয়তের স্বতন্ত্র দলীল নয়; কোনো বর্ণনার প্রাচীন গ্রন্থে উপস্থিতিও এককভাবে তার বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা প্রদান করে না। অতএব, এ ধরনের কাহিনি আলোচনা করতে হলে মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত অনুসন্ধানী পদ্ধতি ও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২০৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন, অথচ রাষ্ট্রীয় মিহনা শুরু হয় ২১৮ হিজরীতে। ফলে দ্বিতীয় কাহিনিটি বর্ণনামতে ভবিষ্যৎ বিপদের পূর্বাভাস হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই কালানুক্রমিক ব্যবধান বর্ণনাটির তাৎপর্য অনুধাবনের পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক ও সনদগত পর্যালোচনাকেও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

বর্তমান ক্ষুদ্র পুস্তিকা الْمُبَشِّرَتَانِ فِي فِتْنَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ لِأَحْمَدَ إِمَامِ الزَّمَانِ-এ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির মিহনার ঐতিহাসিক পটভূমিতে উল্লিখিত দুটি সুসংবাদের বিবরণ একত্র করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আরবি মূলপাঠ, বাংলা অনুবাদ এবং প্রয়োজনীয় তাহকীক ও তা'লীকের মাধ্যমে পাঠকের সামনে বিষয়গুলো উপস্থাপনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।
আমাদের উদ্দেশ্য কেবল দুটি আশ্চর্যজনক কাহিনি তুলে ধরা নয়; বরং ইসলামী জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে মহান ইমামগণের আত্মত্যাগ, তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, নবীপ্রেম, ধর্মীয় দৃঢ়তা এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা সংরক্ষণের ঐতিহ্যকে নতুনভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা।

বিশেষত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সত্যের পথে অবিচল থাকা কখনো কখনো কঠিন পরীক্ষার দাবি করে। বাহ্যিক শক্তি ও ক্ষমতার বিপরীতে ঈমান, ইলম, ধৈর্য ও দৃঢ়তা একজন মানুষকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারে।

মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের মহান পূর্বসূরিদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করার, তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন। সেই সঙ্গে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে পাঠকসমাজকে উপকৃত করেন।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
খাদিমুল ইলমিশ শরীফ
নভেম্বর ৪, ২০২৬

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর নির্যাতনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইমাম ইবনে কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী) বলেন:

بَابُ ذِكْرِ مَا جَاءَ فِي مِحْنَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ ثُمَّ الْمُعْتَصِمِ، ثُمَّ الْوَاثِقِ بِسَبَبِ الْقُرْآنِ، وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْحَبْسِ الطَّوِيلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ بِسُوءِ الْعَذَابِ وَأَلِيمِ الْعِقَابِ وَقِلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَصَبْرِهِ عَلَيْهِ، وَتَمَسُّكِهِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ الْقَوِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

"আবু আবদিল্লাহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনসংক্রান্ত মতবাদের কারণে খলীফা মামূন, অতঃপর মু'তাসিম এবং পরবর্তীকালে ওয়াসিকের শাসনামলে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার বিবরণ।

এতে রয়েছে তাঁর দীর্ঘ কারাবাস, কঠোর প্রহার, নির্মম নির্যাতন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মাধ্যমে হত্যার হুমকির ঘটনা। আরও রয়েছে এসব নির্যাতনের প্রতি তাঁর নির্ভীকতা ও অবিচলতা, বিপদের মুখে অসাধারণ ধৈর্যধারণ এবং সত্য দ্বীন ও সরল-সঠিক পথের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার বিবরণ।" [1]

প্রথম সুসংবাদ:
মদীনা থেকে আগত বেদুঈনের মাধ্যমে ইমাম আহমদকে সুসংবাদ প্রদান

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-মাররূযী [2] থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, মদীনা থেকে এক বেদুঈন ইমাম আহমদের কাছে এসে বলল:

أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكَ.

"আমি আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত দূত।"

ইমাম আহমদ বিস্মিত হয়ে বললেন:

وَيْحَكَ، مَا تَقُولُ؟!

"তোমার কী হয়েছে! তুমি এসব কী বলছ?"

লোকটি বলল:

إِنِّي رَجُلٌ بَدَوِيٌّ بَيْنَ حَيِّي وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعُونَ مِيلًا.

"আমি একজন বেদুঈন। আমার বসতি থেকে মদীনার দূরত্ব চল্লিশ মাইল।"

أَوْفَدَنِي أَهْلِي الْمَدِينَةَ أَمْتَارُ لَهُمْ بُرًّا وَتَمْرًا، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَابْتَعْتُ مَا عَهِدُوا إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ.

---

[1] ইমাম হাফিয ইবনে কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী), الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া), ২৪১ হিজরীর ঘটনাবলি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জীবনী, مِحْنَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কঠিন পরীক্ষা), খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩৯৩।

[2] أَجَلُّ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ — ইমাম আহমদের শিষ্য ও সঙ্গীদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।

“আমার পরিবার আমাকে মদীনায় পাঠিয়েছিল, যাতে তাদের জন্য গম ও খেজুর কিনে আনি। আমি মদীনায় গিয়ে তাদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় গম ও খেজুর ক্রয় করলাম।”

وَجَنَّنِيَ الْمَسَاءُ، فَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ عِشَاءَ الْآخِرَةِ، وَاضْطَجَعْتُ.

“ইতোমধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল। আমি মসজিদে নববীতে ইশার নামায আদায় করলাম এবং শুয়ে পড়লাম।”

এরপর লোকটি বলল:

فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ أَتَانِي مُحَرِّكٌ فَحَرَّكَنِي، وَقَالَ لِي :أَتَمْضِي لِرَسُولِ اللَّهِ فِي حَاجَةٍ؟ فَقُلْتُ :إِي وَاللَّهِ.

“আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন হঠাৎ একজন এসে আমাকে নাড়া দিয়ে জাগালেন। তিনি আমাকে বললেন, ‘তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি প্রয়োজন পূরণের জন্য কোথাও যাবে?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই যাব।’

فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِيَ الْيُسْرَى وَأَتَى بِي حَائِطَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَقَّفَنِي عِنْدَ رَأْسِهِ.

“তখন তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে আমার বাম বাহু ধরে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র রওযার দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর পবিত্র মাথার দিকের স্থানে দাঁড় করালেন।”

وَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسَمِعْتُ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ قَائِلًا يَقُولُ :أَتَمْضِي لَنَا فِي حَاجَةٍ؟

“অতঃপর তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ!’

তখন আমি দেয়ালের অপর পাশ থেকে একজনকে বলতে শুনলাম:

‘তুমি কি আমাদের একটি প্রয়োজন পূরণের জন্য যাবে?’

فَقُلْتُ :إِي وَاللَّهِ، إِي وَاللَّهِ، إِي وَاللَّهِ، ثَلَاثًا.

“আমি তিনবার বললাম, ‘হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই যাব।’

এরপর বলা হলো:

تَمْضِي حَتَّى تَأْتِيَ بَغْدَادَ، أَوِ الزَّوْرَاءَ . الشَّكُّ مِنَ الْمَرْوَذِيِّ . فَإِذَا أَتَيْتَ بَغْدَادَ فَسَلْ عَنْ مَنْزِلِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

“তুমি বাগদাদ অথবা যাওরায় (বর্ণনাকারী আল-মাররূযী এ দুটি শব্দের কোনটি বলা হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন) পর্যন্ত যাবে।

বাগদাদে পৌঁছানোর পর আহমদ ইবনে হাম্বলের বাড়ির সন্ধান করবে।”

فَإِذَا لَقِيتَهُ فَقُلْ :النَّبِيُّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ :إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكَ بِبَلِيَّةٍ، وَمُمْتَحِنُكَ بِمِحْنَةٍ، وَقَدْ سَأَلْتُهُ لَكَ الصَّبْرَ عَلَيْهَا، فَلَا تَجْزَعْ.

“তাঁর সাক্ষাৎ পেলে বলবে:

‘নবী করীম ﷺআপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন:

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আপনাকে একটি বিপদে নিপতিত করবেন এবং কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন।

আমি মহান আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সেই পরীক্ষায় ধৈর্যধারণের দুআ করেছি।

সুতরাং আপনি বিচলিত হবেন না।’

ইমাম আহমদের প্রতিক্রিয়া

ইমাম আল-মাররূযী বলেন:

وَكَانَ إِذَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ :وَحَمَلَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي السَّوْطِ، يَقُولُ :قَدْ تَقَدَّمَتِ الْمَسْأَلَةُ.

“পরবর্তীকালে কেউ যখন ইমাম আহমদকে বলত, ‘হে আবু আবদিল্লাহ! তারা তো আপনাকে চাবুকের আঘাতও করেছে!’

তখন তিনি বলতেন:

‘এ বিষয়ে তো আগেই দুআ করা হয়েছে।’

আবু বকর বলেন:

وَكَانَ بَيْنَ مُنْصَرَفِ الْأَعْرَابِيِّ وَبَيْنَ الْمِحْنَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا.

“ওই বেদুঈন ব্যক্তির ফিরে যাওয়া এবং ইমাম আহমদের কঠিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময় ছিল পঁচিশ দিন।” [3]

লেখকের মন্তব্য

আমি বলি:

الْمَنَامَاتُ مَنَامَاتٌ، فَلَا كَلَامَ فِيهَا وَلَا اعْتِرَاضَاتٍ، وَلَا شَيْءَ فِيهَا مِنَ الْمُخَالَفَاتِ، وَقَدْ رَوَاهَا بِأَسَانِيدِهِمْ أَئِمَّةٌ ذَوُو الْعُلُومِ وَالْمَكَانَاتِ.

“স্বপ্ন তো স্বপ্নই। সুতরাং এ ধরনের স্বপ্ন নিয়ে অযথা বিতর্ক ও আপত্তির অবকাশ নেই। এর মধ্যে শরীয়তবিরোধী কোনো বিষয়ও নেই। বরং ইলম ও মর্যাদার অধিকারী মহান ইমামগণ নিজ নিজ সনদে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।”

3

- ইমাম জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী), مَنَاقِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের গুণাবলি ও মর্যাদা), পৃষ্ঠা ৬১৬–৬১৮।
- ইমাম হাফিয আবু মুহাম্মদ তাকীউদ্দীন আবদুল গণী ইবনে আবদিল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী আল-হাম্বলী (মৃত্যু ৬০০ হিজরী), مِحْنَةُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কঠিন পরীক্ষা), পৃষ্ঠা ৫–৭।
- الْجَامِعُ لِعُلُومِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ(ইমাম আহমদের জ্ঞানসম্ভারের সংকলন), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪২৩; الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَالرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (কুরআন আল্লাহর কালাম এবং জাহমিয়্যাদের প্রতিবাদ), পরিচ্ছেদ: مُبَشِّرَاتُ الْمِحْنَةِ (কঠিন পরীক্ষার পূর্ববর্তী সুসংবাদসমূহ)।

وَذَكَرَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِسَنَدِهِ، وَمِنْهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ بِسَنَدِهِ، وَقَبْلَهُمَا السَّلْمَاسِيُّ فِي كِتَابِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ مُجِيرُ الدِّينِ الْحَنْبَلِيُّ فِي تَرَاجِمِهِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

"ইমাম ইবনুল জাওযী [4] নিজ সনদে [5] এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে হাফিয আবদুল গণী আল-মাকদিসীও [6] নিজ সনদে [7] এটি বর্ণনা করেছেন।
তাঁদের পূর্বে ইমাম আস-সালমাসী [8] তাঁর গ্রন্থে [9] এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া মুজীরুদ্দীন আল-হাম্বলী [10] তাঁর জীবনীগ্রন্থে [11] এবং আরও অনেক ইমাম নিজ নিজ রচনায় এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।"

---

[4] ইমাম জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী)।

[5] ইমাম ইবনুল জাওযী বর্ণনাটি নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ :أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَنَّاءِ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَامِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْبَزَّازُ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْمَرْوَذِيُّ.
অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে নাসির আমাদের সংবাদ দিয়েছেন; তিনি হাসান ইবনে আহমদ ইবনুল বান্না থেকে, তিনি হাফিয আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন আল-ফামী থেকে, তিনি আবুল হাসান আলী ইবনে মূসা ইবনে ঈসা আল-বাযযায থেকে এবং তিনি আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-মাররূযী থেকে বর্ণনা করেছেন।

[6] ইমাম আবু মুহাম্মদ তাকীউদ্দীন আবদুল গণী ইবনে আবদিল ওয়াহিদ ইবনে আলী ইবনে সুরূর আল-মাকদিসী আল-জাম্মাঈলী আদ-দিমাশকী আল-হাম্বলী (মৃত্যু ৬০০ হিজরী)।

[7] ইমাম আবদুল গণী আল-মাকদিসী তাঁর সনদে বলেন:
أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَافِظُ...
"আমি বাগদাদে ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাগদাদীর কাছে পাঠ করে শুনিয়েছি। তিনি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, হাফিয ইমাম আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে নাসির ইবনে আলী তাঁদের সংবাদ দিয়েছেন...।"

[8] আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, যিনি আবু বকর ইবনে আবী তাহির আল-আযদী আস-সালমাসী নামে পরিচিত (মৃত্যু ৫৫০ হিজরী)।

[9] مَنَازِلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (চার মহান ইমাম—আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ ও আহমদের মর্যাদা ও অবস্থান), পৃষ্ঠা ২৫৩।

[10] মুজীরুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল-উলাইমী আল-মাকদিসী আল-হাম্বলী (মৃত্যু ৯২৮ হিজরী)।

[11] ইমাম মুজীরুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আল-উলাইমী আল-মাকদিসী আল-হাম্বলী (মৃত্যু ৯২৮ হিজরী), الْمَنْهَجُ الْأَحْمَدُ فِي تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (ইমাম আহমদের অনুসারী মনীষীদের জীবনীসংকলন), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২০–১২১। প্রকাশক: দারু সাদির, বৈরুত।

দ্বিতীয় সুসংবাদ:

ইমাম শাফিঈর স্বপ্নে মহানবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে ইমাম আহমদকে সালাম

وَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ

"আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দাও।"

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন:

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ :بَعَثَنِي الشَّافِعِيُّ بِكِتَابٍ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَأَتَيْتُهُ وَقَدِ انْفَتَلَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ.

"ইমাম বায়হাকী রাবী' থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

ইমাম শাফিঈ মিসর থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে একটি পত্র দিয়ে আমাকে পাঠালেন।

আমি তাঁর কাছে পৌঁছালাম। তখন তিনি ফজরের নামায শেষ করেছিলেন। আমি তাঁর হাতে পত্রটি তুলে দিলাম।"

فَقَالَ :أَقَرَأْتَهُ؟ فَقُلْتُ :لَا .فَأَخَذَهُ فَقَرَأَهُ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ.

"তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি পত্রটি পড়েছ?'

আমি বললাম, 'না।'

তখন তিনি পত্রটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে তাঁর দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।" রাবী' বলেন:

فَقُلْتُ :يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَمَا فِيهِ؟

"আমি বললাম, 'হে আবু আবদিল্লাহ! এতে এমন কী লেখা আছে?'"

ইমাম আহমদ বললেন:

يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لَهُ:

"ইমাম শাফিঈ লিখেছেন যে, তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন:"

اكْتُبْ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ :إِنَّكَ سَتُمْتَحَنُ، وَتُدْعَى إِلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَلَا تُجِبْهُمْ، يَرْفَعِ اللَّهُ لَكَ عَلَمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"তুমি আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে একটি পত্র লিখবে এবং তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেবে।

তাঁকে বলবে:

'নিশ্চয়ই তুমি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তোমাকে কুরআন সৃষ্ট—এ কথা স্বীকার করার জন্য আহ্বান জানানো হবে।

কিন্তু তুমি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না।

মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তোমার জন্য এমন এক মর্যাদার পতাকা সমুন্নত রাখবেন, যা তোমার স্মৃতি ও সম্মানকে অম্লান করে রাখবে।'

ইমাম আহমদের পক্ষ থেকে উপহার

রাবী‘ বলেন:

فَقُلْتُ :حَلاَوَةُ الْبِشَارَةِ .فَخَلَعَ قَمِيصَهُ الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ فَأَعْطَانِيهِ.

“তখন আমি বললাম, ‘এ সুসংবাদের মিষ্টতা উপলক্ষে আমাকে কিছু দিন!’
অতঃপর ইমাম আহমদ তাঁর শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা জামাটি খুলে আমাকে উপহার দিলেন।”

ইমাম শাফিঈর বরকত লাভের আকাঙ্ক্ষা

রাবী‘ বলেন:

فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الشَّافِعِيِّ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ :إِنِّي لَسْتُ أَفْجَعُكَ فِيهِ، وَلَكِنْ بُلَّهُ بِالْمَاءِ وَأَعْطِنِيهِ حَتَّى أَتَبَرَّكَ بِهِ.

“আমি যখন ইমাম শাফিঈর কাছে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে পুরো ঘটনা জানালাম।
তিনি আমাকে বললেন:
‘আমি তোমার কাছ থেকে জামাটি নিয়ে তোমাকে তা থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। তবে তুমি সেটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে সেই পানি আমাকে দাও, যাতে আমি তার মাধ্যমে বরকত লাভ করতে পারি।’ [12]

12

1. ইমাম হাফিয ইবনে কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী), الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ, ২৪১ হিজরীর ঘটনাবলি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জীবনী, مِحْنَةُ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩৯৫।
2. الْجَامِعُ لِعُلُومِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪২১; الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ وَالرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ, পরিচ্ছেদ: مُبَشِّرَاتُ الْمِحْنَةِ।
3. আলী ইবনে বালবান আদ-দিমাশকী, আলাউদ্দীন আবুল হাসান আন-নাসিরী আল-মুহাদ্দিস, যিনি ইবনুশ শারাফ নামে পরিচিত (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরী), جُزْءٌ فِيهِ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْخَمْسَةِ(পাঁচজন ইমাম থেকে বর্ণিত পাঁচটি হাদীসসংবলিত সংকলন), পৃষ্ঠা ২২।
4. আবু মুহাম্মদ আত-তাইয়িব ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আলী বামাখরামা আল-হিজরানী আল-হাদরামী আশ-শাফিঈ (৮৭০–৯৪৭ হিজরী), قِلَادَةُ النَّحْرِ فِي وَفَيَاتِ أَعْيَانِ الدَّهْرِ(বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট মনীষীদের মৃত্যুবিষয়ক জীবনীসংকলন), তৃতীয় হিজরী শতকের জীবনীসমূহ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জীবনী, ক্রমিক নম্বর ১১৯৪, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫১৮।
5. ইমাম তাজুদ্দীন আবু নাসর আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আলী আস-সুবকী আশ-শাফিঈ (মৃত্যু ৭৭১ হিজরী), طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى(শাফিঈ মনীষীদের বৃহৎ জীবনীসংকলন), প্রথম স্তর, ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বলের জীবনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬।
6. মাহমূদ মুহাম্মদ খাত্তাব আস-সুবকী, الْمَنْهَلُ الْعَذْبُ الْمَوْرُودُ شَرْحُ سُنَنِ الْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ(সুনানে আবী দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৫।
7. ইমাম আবু মুহাম্মদ আফীফুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইবনে আলী ইবনে সুলাইমান আল-ইয়াফিঈ (মৃত্যু ৭৬৮ হিজরী), مِرْآةُ الْجِنَانِ وَعِبْرَةُ الْيَقْظَانِ فِي مَعْرِفَةِ مَا يُعْتَبَرُ مِنْ حَوَادِثِ الزَّمَانِ(ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি ও মনীষীদের জীবনচরিত), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০০।
8. শামসুদ্দীন আবুল মুযাফফার ইউসুফ ইবনে কিযউগলী ইবনে আবদিল্লাহ, যিনি সিবত ইবনুল জাওযী নামে পরিচিত (৫৮১–৬৫৪ হিজরী), مِرْآةُ الزَّمَانِ فِي تَوَارِيخِ الْأَعْيَانِ(বিশিষ্ট মনীষীদের ইতিহাসসংবলিত যুগদর্পণ), আব্বাসীয় যুগ, ২৪১ হিজরীর ঘটনাবলি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জীবনী, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১০০।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জামা দ্বারা ইমাম শাফিঈর বরকত লাভের বিবরণ

ইমাম ইবনুল জাওযী নিজ সনদে [13], ইমাম ইবনে আসাকির (মৃত্যু ৫৭১ হিজরী)[14] নিজ সনদে [15] এবং ইমাম আবদুল গণী আল-মাকদিসী নিজ সনদে ইমাম রবী‘ [16] থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

9. ইমাম শামসুদ্দীন আবুল আউন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে সালিম আস-সাফফারীনী আল-হাম্বলী (মৃত্যু ১১৮৮ হিজরী), غِذَاءُ الْأَلْبَابِ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ الْآدَابِ(শিষ্টাচারবিষয়ক কাব্যগ্রন্থের ব্যাখ্যা), পরিচ্ছেদ: فِي ذِكْرِ طَرَفٍ مِنْ مَنَاقِبِ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ أَحْمَدَ(আমাদের নেতা ইমাম আহমদের কতিপয় গুণাবলি ও মর্যাদার বিবরণ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৪।
10. ইমাম শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুফলিহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুফরিজ আল-মাকদিসী আর-রামীনী আস-সালিহী আল-হাম্বলী (মৃত্যু ৭৬৩ হিজরী), الْآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْمِنَحُ الْمَرْعِيَّةُ(ইসলামী শিষ্টাচার ও প্রশংসনীয় অনুগ্রহসমূহ), পরিচ্ছেদ: فِي الْأَدَبِ وَالتَّوَاضُعِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَحَظِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْهَا(শিষ্টাচার, বিনয় ও উত্তম চরিত্র এবং এসব গুণে ইমাম আহমদের অবস্থান), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩।
11. ইমাম আবুল ফালাহ আবদুল হাই ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ইমাদ আল-আকরী আল-হাম্বলী (মৃত্যু ১০৮৯ হিজরী), شَذَرَاتُ الذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ(অতীত মনীষীদের জীবনচরিতসংবলিত স্বর্ণখণ্ড), তৃতীয় খণ্ড, ২৪১ হিজরীর ঘটনাবলি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৮।

[13] ইমাম ইবনুল জাওযীর বর্ণনার সনদ:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ :أَخْبَرَنَا غَالِبُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَاذَانَ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ صَدَقَةَ، يَقُولُ :سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الطَّلْحِيَّ، قَالَ :قَالَ لِيَ الرَّبِيعُ.

অর্থাৎ আবদুল মালিক ইবনে আবিল কাসিম থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারী, তাঁর থেকে গালিব ইবনে আলী, তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন, তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে শাযান, তাঁর থেকে আবুল কাসিম ইবনে সাদাকাহ, তাঁর থেকে আলী ইবনে আবদিল আযীয আত-তালহী এবং তাঁর থেকে ইমাম রবী‘ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

[14] ইমাম আবুল কাসিম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ আদ-দিমাশকী, যিনি ইবনে আসাকির নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৫৭১ হিজরী)।

[15] ইমাম ইবনে আসাকিরের বর্ণনার সনদ:

أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْقُشَيْرِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَاذَانَ، يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ صَدَقَةَ، يَقُولُ :سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الطَّلْحِيَّ، يَقُولُ :قَالَ لِيَ الرَّبِيعُ :إِنَّ الشَّافِعِيَّ...

অর্থাৎ আবুল মুযাফফার আবদুল মুনইম ইবনে আবদিল কারীম আল-কুশাইরী থেকে ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, তাঁর থেকে আবু আবদির রহমান মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন, তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে শাযান, তাঁর থেকে আবুল কাসিম ইবনে সাদাকাহ, তাঁর থেকে আলী ইবনে আবদিল আযীয আত-তালহী এবং তাঁর থেকে ইমাম রবী‘ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

[16] ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী), سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (মহান মনীষীদের জীবনচরিত), খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৫৮৭। এখানে তিনি ইমাম রবী‘ ইবনে সুলাইমানের পরিচয়ে বলেন:

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ كَامِلٍ الْمُرَادِيُّ :الْإِمَامُ، الْمُحَدِّثُ، الْفَقِيهُ الْكَبِيرُ، بَقِيَّةُ الْأَعْلَامِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُرَادِيُّ مَوْلَاهُمُ، الْمِصْرِيُّ، الْمُؤَذِّنُ، صَاحِبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَنَاقِلُ عِلْمِهِ، وَشَيْخُ الْمُؤَذِّنِينَ بِجَامِعِ الْفُسْطَاطِ، وَمُسْتَمْلِي مَشَايِخِ وَقْتِهِ.

ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

لَيْسَ نَفْجَعُكَ بِهِ، وَلَكِنْ بُلَّهُ، وَادْفَعْ إِلَيْنَا الْمَاءَ حَتَّى أُشْرِكَكَ فِيهِ

"আমি তোমাকে এ জামা থেকে বঞ্চিত করব না। বরং তুমি জামাটি পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি আমাদের কাছে দাও, যাতে আমিও তোমার সঙ্গে এর বরকতে অংশীদার হতে পারি।" [17]

ইমাম ইবনুল জাওযীর বর্ণনায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

ইমাম ইবনুল জাওযী নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন: [18]

قَالَ :فَأَيْنَ الثَّوْبُ؟ قُلْتُ :هُوَ ذَا، فَقَالَ :لَا نَبْتَاعُهُ مِنْكَ وَلَا نَسْتَهْدِيكَ، وَلَكِنِ اغْسِلْهُ وَجِئْنَا بِمَائِهِ.

"রবী' ইবনে সুলাইমান ইবনে আবদিল জাব্বার ইবনে কামিল আল-মুরাদী ছিলেন একজন মহান ইমাম, মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকীহ এবং পূর্ববর্তী মহান মনীষীদের অন্যতম উত্তরসূরি। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ। তিনি মিসরীয়, মুরাদ গোত্রের মাওলা এবং মুয়াযযিন ছিলেন।
তিনি ইমাম শাফিঈর সঙ্গী ও তাঁর ইলমের সংরক্ষক ও প্রচারক ছিলেন। ফুসতাতের জামে মসজিদের মুয়াযযিনদের প্রধান এবং তাঁর যুগের শায়খগণের হাদীস শ্রুতিলিখনের সহায়ক ছিলেন।"

17

- ইমাম জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী), مَنَاقِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ(ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের গুণাবলি ও মর্যাদা), পৃষ্ঠা ৬০৯–৬১০;
- ইমাম ইবনে আসাকির (মৃত্যু ৫৭১ হিজরী), تَارِيخُ دِمَشْقَ(দামিশকের ইতিহাস), খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১১;
- ইমাম আবদুল গণী আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬০০ হিজরী), مِحْنَةُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কঠিন পরীক্ষা), পৃষ্ঠা ৭–৮;
- مَنَازِلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ(চার মহান ইমামের মর্যাদা), পৃষ্ঠা ২৫৩–২৫৪;
- ইমাম মুজীরুদ্দীন আল-উলাইমী আল-মাকদিসী আল-হাম্বলী (মৃত্যু ৯২৮ হিজরী), الْمَنْهَجُ الْأَحْمَدُ فِي تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ(ইমাম আহমদের অনুসারীদের জীবনীসংকলন), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২০।

[18] ইমাম ইবনুল জাওযীর দ্বিতীয় বর্ণনার সনদ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ :أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ :وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى يَحْيَى بْنُ سَهْلٍ الْعُكْبَرِيُّ إِجَازَةً، قَالَ الْبَرْمَكِيُّ :وَكَتَبْتُ مِنْ مُذْرَجَةِ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقْلَا، وَقَدِمَ عَلَيْنَا، فَاسْتَجَزْتُ مِنْهُ، قَالَا :حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ :كَتَبَ عَلَى يَدِيَ الشَّافِعِيُّ.
অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে নাসির থেকে আবু আলী হাসান ইবনে আহমদ, তাঁর থেকে ইবরাহীম ইবনে উমর আল-বারমাকী বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতার কিতাবে সংরক্ষিত একটি সনদের উল্লেখ করেছেন এবং আবু ইসহাক ইবনে শাকলার লিখিত নথি থেকেও বর্ণনা করেছেন।
উভয় সূত্র আবুল কাসিম হামযা ইবনুল হাসান আল-হাশিমী আশ-শাফিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আন-নাইসাবূরী থেকে এবং তিনি ইমাম রবী' ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম রবী' বলেন, "ইমাম শাফিঈ আমার মাধ্যমে একটি পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন।"

“ইমাম শাফিঈ জিজ্ঞেস করলেন, ‘জামাটি কোথায়?’
আমি বললাম, ‘এই তো জামাটি।’
তখন তিনি বললেন, ‘আমরা তোমার কাছ থেকে এটি ক্রয় করতে চাই না, কিংবা উপহার হিসেবেও নিতে চাই না। বরং তুমি জামাটি ধুয়ে সেই ধোয়া পানি আমাদের কাছে নিয়ে এসো।’’

ইমাম রবী‘ বলেন:
فَغَسَلْتُهُ، فَحَمَلْتُ مَاءَهُ إِلَيْهِ فَتَرَكَهُ فِي قِنِّينَةٍ، وَكُنْتُ أَرَاهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَأْخُذُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا بِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .
“অতঃপর আমি জামাটি ধুয়ে তার পানি ইমাম শাফিঈর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি সেই পানি একটি বোতলে সংরক্ষণ করলেন।
আমি তাঁকে প্রতিদিন ওই বোতল থেকে কিছু পানি নিয়ে নিজের মুখমণ্ডলে মাখতে দেখতাম। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এমনটি করতেন।” [19]

ইমাম ইবনে আসাকিরের বর্ণনা

ইমাম ইবনে আসাকির তাঁর নিজস্ব সনদে [20] বর্ণনা করেছেন:
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ :لَيْسَ نَفْجَعُكَ بِهِ، وَلَكِنْ بُلَّهُ وَادْفَعْ إِلَيَّ الْمَاءَ لِأَتَبَرَّكَ بِهِ.
“তখন ইমাম শাফিঈ বললেন, ‘আমি তোমাকে জামাটি থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। তবে তুমি সেটি পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে আমি তার মাধ্যমে বরকত লাভ করতে পারি।” [21]

19

- ইমাম ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী), مَنَاقِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ, পৃষ্ঠা ৬০৯–৬১০;
- ইমাম আবদুল গণী আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬০০ হিজরী), مِحْنَةُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ, পৃষ্ঠা ১০।

20 ইমাম ইবনে আসাকিরের অপর বর্ণনার সনদ:
حَدَّثَنَاهَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحُوَّارِيُّ الْبَيْهَقِيُّ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً بِنَيْسَابُورَ، نَا الْإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ الْقُشَيْرِيُّ إِمْلَاءً، وَهُوَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيَّ، قَالَ :سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيَّ، يَقُولُ :قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ :إِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ خَرَجَ إِلَى مِصْرَ، فَقَالَ لِي :يَا رَبِيعُ، خُذْ كِتَابًا...
অর্থাৎ আবু মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার ইবনে মুহাম্মদ আল-হুওয়ারী আল-বায়হাকী নিশাপুরে বর্ণনাটি শ্রুতিলিখন করিয়েছেন। তিনি আবু সাঈদ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদিল কারীম আল-কুশাইরী থেকে, তিনি আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাফফার থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ আর-রাযী থেকে, তিনি জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-মালিকী থেকে এবং তিনি ইমাম রবী‘ ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম রবী‘ বলেন, “ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি মিসরে গমন করলে আমাকে বললেন, ‘হে রবী‘! তুমি একটি পত্র গ্রহণ করো...’”

21 ইমাম ইবনে আসাকির (মৃত্যু ৫৭১ হিজরী), تَارِيخُ دِمَشْقَ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১১–৩১২।

ইমাম যাহাবীর আপত্তি এবং নেককার ব্যক্তিদের নিদর্শন দ্বারা বরকত লাভের আলোচনা

আমি বলি:

ইমাম রবী‘ সম্পর্কে ইমাম যাহাবীর নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রসঙ্গে—

وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبَ رِحْلَةٍ، فَأَمَّا مَا يُرْوَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ بَعَثَهُ إِلَى بَغْدَادَ بِكِتَابِهِ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ.

“তিনি (ইমাম রবী‘) ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দূরদূরান্তে সফরকারী ব্যক্তি ছিলেন না। আর ইমাম শাফিঈ তাঁকে একটি পত্রসহ বাগদাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে পাঠিয়েছিলেন বলে যে বর্ণনা প্রচলিত রয়েছে, তা সহীহ নয়।” [22]

আমি বলি:

বস্তুত মহান ইমামগণ নিজ নিজ সনদে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর নেককার ব্যক্তিদের নিদর্শন ও তাঁদের ব্যবহৃত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ করা কখনোই শরীয়তের পরিপন্থী নয়। এ বিষয়ে আপনারা আমার التَّبَرُّكَاتُ الْمُحَمَّدِيَّةُ (নববী নিদর্শনসমূহের বরকত) শীর্ষক খুতবা পর্যালোচনা করতে পারেন।

মহান আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

হাফিয ইবনে তাইমিয়্যার মৃত্যুর পর তাঁর নিদর্শন দ্বারা বরকত লাভের বিস্ময়কর ঘটনা

وَمَا رُوِيَ عَنِ التَّبَرُّكِ بِالْحَافِظِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَغْرَبُ.

“আর হাফিয ইবনে তাইমিয়্যার মৃত্যুর পর তাঁকে কেন্দ্র করে বরকত লাভের যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আরও বিস্ময়কর।”

১. ইমাম ইবনে কাসীরের বর্ণনা

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন:

وَجَلَسَ جَمَاعَةٌ عِنْدَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَقَرَؤُوا الْقُرْآنَ، وَتَبَرَّكُوا بِرُؤْيَتِهِ وَتَقْبِيلِهِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَحَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ النِّسَاءِ فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفُوا.

“ইবনে তাইমিয়্যাকে গোসল দেওয়ার পূর্বে একদল লোক তাঁর পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করলেন। তাঁরা তাঁর চেহারা দর্শন ও তাঁকে চুম্বন করার মাধ্যমে বরকত লাভ করলেন। অতঃপর সেখান থেকে চলে গেলেন।

এরপর একদল নারী উপস্থিত হলেন। তাঁরাও একই কাজ করলেন এবং পরে চলে গেলেন।”

ইমাম ইবনে কাসীর আরও বলেন:

---

[22] ইমাম শামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী), سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (মহান মনীষীদের জীবনচরিত), খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৫৮৭। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ।

وَأَلْقَى النَّاسُ عَلَى نَعْشِهِ مَنَادِيلَهُمْ وَعَمَائِمَهُمْ لِلتَّبَرُّكِ، وَصَارَ النَّعْشُ عَلَى الرُّؤُوسِ، تَارَةً يَتَقَدَّمُ وَتَارَةً يَتَأَخَّرُ.

"মানুষ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর জানাযার খাটিয়ার ওপর নিজেদের রুমাল ও পাগড়ি নিক্ষেপ করতে লাগল।

তাঁর জানাযার খাটিয়া মানুষের মাথার ওপর বহন করা হচ্ছিল। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সেটি কখনো সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, আবার কখনো পেছনে সরে যাচ্ছিল।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন:

وَشَرِبَ جَمَاعَةٌ الْمَاءَ الَّذِي فَضَلَ مِنْ غُسْلِهِ، وَاقْتَسَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةَ السِّدْرِ الَّذِي غُسِّلَ بِهِ.

"একদল লোক তাঁর গোসলের অবশিষ্ট পানি পান করলেন। আরেকদল লোক তাঁকে গোসল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত অবশিষ্ট বরইপাতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন।"

وَقِيلَ :إِنَّ الطَّاقِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ دُفِعَ فِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

"আরও বলা হয়েছে, তাঁর মাথায় থাকা টুপিটির জন্য পাঁচশত দিরহাম মূল্য দেওয়া হয়েছিল।"

وَقِيلَ :إِنَّ الْخَيْطَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الزِّئْبَقُ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ بِسَبَبِ الْقَمْلِ، دُفِعَ فِيهِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا.

"আরও বলা হয়েছে, উকুনের কারণে তাঁর গলায় যে পারদযুক্ত সুতা বাঁধা ছিল, সেটির জন্য একশত পঞ্চাশ দিরহাম মূল্য দেওয়া হয়েছিল।"

وَحَصَلَ فِي الْجِنَازَةِ ضَجِيجٌ وَبُكَاءٌ وَتَضَرُّعٌ، وَخُتِمَتْ لَهُ خَتَمَاتٌ كَثِيرَةٌ بِالصَّالِحِيَّةِ وَالْبَلَدِ.

"তাঁর জানাযায় মানুষের উচ্চস্বরে কান্নাকাটি, আহাজারি ও আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করার দৃশ্য দেখা যায়।

তাঁর জন্য সালিহিয়্যা এলাকায় এবং দামিশক শহরের বিভিন্ন স্থানে বহুবার কুরআন খতম করা হয়।"

وَتَرَدَّدَ النَّاسُ إِلَى قَبْرِهِ أَيَّامًا كَثِيرَةً لَيْلًا وَنَهَارًا، وَرُئِيَتْ لَهُ مَنَامَاتٌ كَثِيرَةٌ صَالِحَةٌ، وَرَثَاهُ جَمَاعَةٌ بِقَصَائِدَ جَمَّةٍ.

"মানুষ বহুদিন ধরে দিনরাত তাঁর কবর যিয়ারত করতে আসতে থাকে।

তাঁকে নিয়ে অনেক সুন্দর ও কল্যাণকর স্বপ্ন দেখা হয়। আর বহু ব্যক্তি তাঁর স্মরণে অসংখ্য শোকগাথা রচনা করেন।" [23]

২. ইমাম ইবনুল জাযারীর বর্ণনা

ইমাম ইবনুল জাযারী হাফিয ইবনে তাইমিয়্যার ভাই শায়খ যাইনুদ্দীন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন:

وَحَمَلَهُ التُّرْكُ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْمُقَدَّمِينَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ تَبَرُّكًا بِهِ، وَالْأَجْنَادُ يَضْرِبُونَ النَّاسَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا قَدَرُوا يَصِلُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الزِّحَامِ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ.

[23] ইমাম হাফিয আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী), الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া), ৭২৮ হিজরীর ঘটনাবলি, وَفَاةُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ(শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যার মৃত্যু), খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২৯৭।

“তুর্কি বংশোদ্ভূত আমীর ও সামরিক নেতারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর জানাযার খাটিয়া নিজেদের মাথার ওপর বহন করছিলেন।

সৈন্যরা লোকজনকে আঘাত করে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছিল। তা না হলে প্রচণ্ড জনসমাগম এবং তাঁর মাধ্যমে বরকত লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের ভিড়ের কারণে তাঁর মরদেহ কবর পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হতো না।”

তিনি আরও বর্ণনা করেন:

ذَكَرُوا أَنَّ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ أَحْضَرُوا خَيْمَةً كَبِيرَةً نُصِبَتْ عَلَى قَبْرِهِ، وَحَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُرَّاءِ وَخَتَمُوا عَلَى قَبْرِهِ.

“বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন, কয়েকজন আমীর একটি বড় তাঁবু এনে তাঁর কবরের ওপর স্থাপন করেছিলেন।

এরপর একদল কারী সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কবরের পাশে কুরআন খতম করেন।”

وَأَنَّهُ أُحْضِرَ لَهُمْ مَأْكُولٌ كَثِيرٌ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، وَحَضَرُوا بُكْرَةَ النَّهَارِ وَتُلِيَتْ خَتَمَاتٌ كَثِيرَةٌ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَفِي الصَّالِحِيَّةِ، وَفِي بُيُوتِ أَصْحَابِهِ، وَإِهْدَاءِ ثَوَابِهَا لَهُ.

“তাঁদের জন্য প্রচুর খাদ্য ও অন্যান্য খাবার আনা হয়েছিল।

লোকেরা সকালবেলা উপস্থিত হতেন। তাঁর কবরের পাশে, সালিহিয়্যা এলাকায় এবং তাঁর সঙ্গীদের ঘরে বহুবার কুরআন খতম করা হতো। এসব তিলাওয়াতের সওয়াব তাঁর রূহের উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেওয়া হতো।”

وَتَرَدَّدَ النَّاسُ إِلَى قَبْرِهِ أَيَّامًا كَثِيرَةً، وَرَأَوْا لَهُ مَنَامَاتٍ صَالِحَةً كَثِيرَةً لَمْ أَضْبُطْهَا.

“মানুষ বহুদিন ধরে তাঁর কবর যিয়ারত করতে আসতে থাকেন।

তাঁকে নিয়ে তাঁরা অনেক সুন্দর ও কল্যাণকর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তবে আমি সেসব স্বপ্নের বিবরণ সংরক্ষণ করতে পারিনি।” [24]

24

- শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-জাযারী আল-কুরাশী (মৃত্যু ৭৩৮ হিজরী), تَارِيخُ حَوَادِثِ الزَّمَانِ وَأَنْبَائِهِ وَوَفَيَاتِ الْأَكَابِرِ وَالْأَعْيَانِ مِنْ أَبْنَائِهِ (যুগের ঘটনাবলি, সংবাদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুর ইতিহাস), জীবনী নম্বর ২৮৭, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৬–৩০৯। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত। প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- الْجَامِعُ لِسِيرَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ خِلَالَ سَبْعَةِ قُرُونٍ (সাত শতাব্দীজুড়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার জীবনচরিতের সংকলন), পৃষ্ঠা ১৯১। প্রকাশক: দারু আলামিল ফাওয়াইদ। দ্বিতীয় সংস্করণ, শাওয়াল ১৪২২ হিজরী।